দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

28

শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষক : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

বিগত ৩/৪ বছর থেকে শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্তিতে যে গুরুতর অনিয়ম পরিদৃষ্ট হচ্ছে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলেও তেমনটি দেখা যায়নি। সে সময়েও যারা সাধারণত প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হতেন তারা হতেন, সরকারি কলেজের প্রবীণ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক/ বিভাগীয় প্রধান, অন্যূন জ্যেষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ। কিন্তু গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে নব্য স্বৈরাচার এবং বিপজ্জনক সন্ত্রাসী প্রজনন ও লালনকারী পতিত সরকারের লোকজন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এমন নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে যার খেসারত দিতে হচ্ছে সমস্ত জাতিকে। এমনি এক ন্যক্কারজনক কর্মকান্ড ঘটেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক নিযুক্তিতে। গত স্বৈরাচারী সরকারের দুর্নীতিপরায়ণ দলগত এমপি/মন্ত্রীদের ছত্রছায়ায় এবং শিক্ষা বোর্ডের ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল 'ইয়েস স্যার' কর্মকর্তাদের হীন অবস্থানের জন্য ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা নতুন কলেজের ছোকরা অধ্যক্ষ/সহকারী-অধ্যাপক (যাদের সাধারণ পরীক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই) যখন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হয় এবং তার অধীনে যখন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কলেজের প্রবীণ সহযোগী অধ্যাপককে সাধারণ পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয় তখন শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর কি বীতশ্রদ্ধা জন্মে না ও ঘৃণাই অভিব্যক্ত হয় না? উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের স্টার/লেটার পাইয়ে দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন তেমনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্তিতে। কেননা প্রধান পরীক্ষকের যোগ্যতা ও মানের ওপরই নির্ভর করে পরীক্ষার মান। নব্য স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। অতঃপর আশা করা যায়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবার থেকে ব্যক্তিত্বটাকে একটু উঁচু মানে উন্নীত করবেন এবং যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার মাপকাঠি বিচার করে প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করবেন। এটুকুই বিদ্বজনের প্রত্যাশা।

এম আজাদ কবীর,
৪৭/এ, স্টেশন রোড,
পোঃ+জেলা-ময়মনসিংহ।